দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ৩ ...

DEC. 05 2002

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কিছু সিদ্ধান্তে শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভ

রকীবুল হক রকীব ঃ সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিতর্কিত কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনায় আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে আওয়ামী পন্থী শিক্ষক সংগঠন শাপলা ফোরামের এক সাধারণ সভার মাধ্যমে উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিবাদস্বরূপ বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ, ভিসির কাছে স্মারকলিপি পেশসহ প্রশাসন বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে ক্যাম্পাসে আবারো অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির আশংকা করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের অভিযোগ মতে, গত ২৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত ১৬৮তম সিন্ডিকেট বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত প্রচলিত আভ্যন্তরীণ নীতিমালা স্থগিত করা হলে পদোন্নতি প্রাপ্তির অধিকারী শিক্ষকদের মধ্যে চরম হতাশা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জোরাল আন্দোলনের একপর্যায়ে গত ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ১৬৯তম সিন্ডিকেটে উক্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তাগণ আশ্বস্ত ও খুশী হন। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট বৈঠকে পদোন্নতি প্রার্থীদের অনেককে পদোন্নতি দেয়া হলেও কিছু কিছু শিক্ষক পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পদোন্নতি দেয়া হয়নি বলে তাদের অভিযোগ।

আসন্ন ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিও উক্ত শিক্ষকদের রয়েছে চরম অসন্তোষ। তারা বলছেন, বিভাগীয় শিক্ষকদের কাছ থেকে কোন পরামর্শ না নিয়েই পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন ও পরীক্ষা কমিটি গঠন ঠিক হবে না।

এছাড়া সম্প্রতি ফলিত পুষ্টি বিভাগের চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়েও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত শিক্ষকদের মতে, চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রণীত চেয়ারম্যান নিয়োগের নীতিমালা লংঘন করে ফলিত পুষ্টি বিভাগের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিতর্কিত উল্লেখিত সিদ্ধান্তসহ অন্যান্য সিদ্ধান্তে বিএনপি পন্থী শিক্ষকদের একটি গ্রুপও প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ অবস্থায় রয়েছেন। তারাও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে খুব শীঘ্রই আন্দোলনে নামতে পারেন বলে আভাস পাওয়া গেছে।